প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

[বৈশ্বিক অর্থনীতি বিশেষ করে উন্নত দেশেসমূহের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে মন্থরগতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদ্ভুত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.৫১ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.০৬ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছর থেকে ১৩০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩১৪ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এসময়ে রাজস্ব খাতে শৃংখলা রক্ষাসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হারও হ্রাস পেয়েছে। অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ এ মূল্যস্ফীতির হার ৭.০৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে এপ্রিল ২০১৫-এ দাঁড়িয়েছে ৬.৩২ শতাংশে। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং জুলাই-এপ্রিল ২০১৫ সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২,৫৫২.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে গতিশীলতা আসায় সার্বিক আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় জুলাই-মার্চ ২০১৫ সময়ে লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে (overall balance)২,৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত ৬ মে ২০১৫ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৪,১৪০.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। পাশাপাশি ঋণের সুদের হারও হ্রাস পেয়েছে যা বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও উন্নত করবে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।]

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরলেও এখনও সুসংহত হয়নি। উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতিধারা শক্তিশালী হলেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতি সার্বিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে তিন-চতুর্থাংশ অবদান রেখেছে। মন্দাত্তোর প্রবৃদ্ধির ধারার তুলনায় পুঁজি ও বিনিয়োগের ধীর গতির প্রবৃদ্ধি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ জনসংখ্যার (aging population) কারণে উন্নত অর্থনীতিসমূহের সম্ভাব্য উৎপাদন (potential output) সামান্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা মধ্যমেয়াদে মন্দাপূর্ব অবস্থান থেকে কম হবে। অন্যদিকে, বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং সার্বিক উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা (Total Factor Productivity-TFP) হ্রাসের কারণে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে সম্ভাব্য উৎপাদন আরো কমে যেতে পারে। ২০১৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে জ্বালানি তেলের বড় ধরণের মূল্য পতন, মার্কিন ডলারের উপচিতিসহ কতিপয় উপাদান বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি সঞ্চারকে প্রভাবিত করেছে। জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস একদিকে যেমন সরবরাহ বাড়িয়ে অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করছে, তেমনি আবার জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়িয়েছে। এছাড়া, মার্কিন ডলারের উপচিতির ফলে ঋণ গ্রহণকারী দেশসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2015 অনুযায়ী ২০১৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী বছরেও প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.৫ শতাংশ ও ২০১৬ সালে ৩.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে আইএমএফ-এর পূর্বাভাস রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির

প্রবৃদ্ধির ধারায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশার চেয়ে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জন যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২.৪ শতাংশ, যা ২০১৫ সালে ৩.১ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জালানি তেলের মূল্য হ্রাস ও ভোক্তার আস্থা ফিরে আসা প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল ভূমিকা রেখেছে। পক্ষান্তরে, ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ঋণাত্মক অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসলেও তা ২০১৪ সালে ১.০ শতাংশের নীচে রয়েছে এবং ২০১৫ সালে ১.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হয়েছে। প্রধানত জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিক এবং ২০১৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। জাপানের অর্থনীতি ২০১৪ সালের ঋণাত্মক অবস্থা থেকে বেড়িয়ে ২০১৫ সালে ১.০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হয়েছে। জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির পরিমানগত ও গুণগত সহজীকরণ (quantitative and qualitative easing) নীতির ফলে ইয়েন-এর অবচিতি, উচ্চ প্রকৃত মজুরি ও ইকুইটির উচ্চ মূল্যের পাশাপাশি জ্বালানি তেল ও পণ্যমূল্যের হ্রাস এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

অন্যদিকে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতিসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১৪ সালে ৪.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ৪.৩ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। প্রথমত বিকাশমান বাজার অর্থনীতির বৃহৎ কয়েকটি দেশ ও তেল রপ্তানিকারক কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শ্লথ হওয়ায় এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি হ্রাসে মূল ভুমিকা রাখছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৪ সালের ৬.৮ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ৬.৬ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৬.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। ২০১৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া, আবাসন খাতে মূল্যসংশোধন ইত্যাদি প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসে মূল ভূমিকা রাখবে। ২০১৫ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৬.৩ শতাংশ হতে পারে। ভারতের প্রবৃদ্ধি ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ৭.৫ শতাংশে থাকবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত নীতি সংস্কারের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হয়েছে। সারণি ১.১ -এ অর্থনীতির অঞ্চলভিত্তিক প্রবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি দেখানো হল।

সারণি ১.১ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫*	২০১৬*
বিশ্ব অর্থনীতি	৫.৭	৩.১	০.০	৫.৪	৪.২	৩.৪	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৮
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.৮	০.২	-৩.৪	৩.১	১.৭	১.২	১.৪	১.৮	২.৪	২.৪
যুক্তরাষ্ট্র	১.৮	-০.৩	-২.৮	২.৫	১.৬	২.৩	২.২	২.৪	৩.১	৩.১
ইউরো অঞ্চল	৩.০	০.৫	-৪.৫	২.০	১.৬	-০.৮	-০.৫	০.৯	১.৫	১.৬
জাপান	২.২	-১.০	-৫.৫	৪.৭	-০.৫	১.৮	১.৬	-০.১	১.০	১.২
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৮.৭	৫.৮	৩.১	৭.৪	৬.২	৫.২	৫.০	৪.৬	৪.৩	৪.৭
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	১১.২	৭.৩	৭.৫	৯.৬	৭.৭	৬.৮	৭.০	৬.৮	৬.৬	৬.৪
চীন	১৪.২	৯.৬	৯.২	১০.৪	৯.৩	৭.৮	৭.৮	৭.৪	৬.৮	৬.৩
ভারত	৯.৮	৩.৯	৮.৫	১০.৩	৬.৬	৫.১	৬.৯	৭.২	৭.৫	৭.৫

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2015, IMF, * প্রক্ষেপণ

বিনিয়োগে মন্থর গতির ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি হ্রাসের কারণে উৎপাদন ব্যবধান (output gap) বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে জ্বালানি তেলের আকস্মিক মূল্য পতন এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্য হ্রাসের কারণে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের বিশেষ করে ইউরো অঞ্চল এবং জাপানের মূল্যস্ফীতির হার ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার (২-২.৫ শতাংশ) নীচে রয়েছে। একই কারণে বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির হার আরো হ্রাস পাবে বলে আইএমএফ-পূর্বাভাস করেছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির

দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে চীনের মূল্যস্ফীতি হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ২০১৪ সালে চীনের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ২.০ শতাংশ, যা ২০১৫ সালে ১.২ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। সারণি ১.২ -এ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও কয়েকটি দেশের ভোক্তা মূল্যস্ফীতি দেখানো হল।

সারণি ১.২ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতি প্রকৃতি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫*	২০১৬*
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.২	৩.৪	০.১	১.৫	২.৭	২.০	১.৪	১.৪	০.৪	১.৪
যুক্তরাষ্ট্র	২.৯	৩.৮	-০.৩	১.৬	৩.১	২.১	১.৫	১.৬	০.১	১.৫
ইউরো অঞ্চল	২.২	৩.৩	০.৩	১.৬	২.৭	২.৫	১.৩	০.৪	০.১	১.০
জাপান	২.১	১.৪	-১.৩	-০.৭	-০.৩	০.০	০.৪	২.৭	১.০	০.৯
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৬.৬	৯.৪	৫.৩	৫.৯	৭.৩	৬.১	৫.৯	৫.১	৫.৪	৪.৮
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৫.৪	৭.৬	২.৮	৫.২	৬.৫	৪.৭	৪.৮	৩.৫	৩.০	৩.১
চীন	৪.৮	৫.৯	-০.৭	৩.৩	৫.৪	২.৬	২.৬	২.০	১.২	১.৫
ভারত	৫.৯	৯.২	১০.৬	৯.৫	৯.৪	১০.২	১০.০	৬.০	৬.১	৫.৭

উৎস: World Economic Outlook, April 2015, IMF, * প্রক্ষেপণ

বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং তা সুসংহত রাখতে বেশ কিছু ঝুঁকি রয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যাপক হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি এর সরবরাহ হ্রাসের অভিঘাত (oil supply shock), যা তেলের মূল্য বাড়াতে পারে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতাও প্রধান প্রধান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আর্থিক বাজারের অনুকূল অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় আস্থার ঘাটতি আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা অর্জনে ঝুঁকি হিসেবে বিরাজমান। মার্কিন ডলারের উল্লেখযোগ্য হারে পুন:উপচিতি বিশেষ করে বিকাশমান বাজার অর্থনীতির আর্থিক খাতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, ইউরো অঞ্চল এবং জাপানের অর্থনীতির স্থবিরতা এবং অতি নিম্ন মূল্যস্ফীতির কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাসের ঝুঁকি এখনো বজায় রয়েছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৫১ শতাংশ। গত ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.০১ ও ৬.০৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.০৪ শতাংশ, ৯.৬০ শতাংশ ও ৫.৮৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৪.৩৭ শতাংশ, ৮.১৬ শতাংশ ও ৫.৬২ শতাংশ। বৃহৎ কৃষি খাতের মধ্যে প্রাণি সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপ-খাত এবং মৎস সম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শস্য ও শাকসজি উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় সার্বিক কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে বৃহৎশিল্প খাতের মধ্যে সবগুলো খাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। এরমধ্যে ম্যানুফেকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের ৮.৭৭ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ১০.৩২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সেবা খাতের মধ্যে হোটেল ও রেস্তোঁরা; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; রিয়েল এষ্টেট ও ভাড়া; লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কমিউনিটি সেবা ইত্যাদি খাতের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। অন্যদিকে, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল

যথাক্রমে ১৬.৫০ শতাংশ, ২৯.৫৫ শতাংশ এবং ৫৩.৯৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে এ তিনটি বৃহৎ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫.৯৬ শতাংশ, ৩০.৪২ শতাংশ এবং ৫৩.৬২ শতাংশ।

মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,১১০ মার্কিন ডলার, চলতি অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৩৫ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,১৮৪ মার্কিন ডলার, যা চলতি অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩১৪ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.৩০ শতাংশ ও ২৯.০১ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.০৯ শতাংশ ও ২৯.২৩ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় গত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় সঞ্চয় কিছুটা কমেছে। অন্যদিকে, চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সার্বিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত অর্থবছরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২৮.৫৮ শতাংশ, চলতি অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৮.৯৭ শতাংশে। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২২.০৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২.০৭ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৫৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৬.৭৮ শতাংশ) তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭.৩৫ শতাংশ। এসময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির গতি কিছুটা উর্ধ্বমুখী হলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রবণতা নিম্নমুখী ছিল। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেতে থাকে। তবে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ পরিলক্ষিত হয়। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে জুলাই ২০১৪ মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.০৪ শতাংশ, যা ০.৭২ পাসেন্টেজ পয়েন্টস্ হ্রাস পেয়ে এপ্রিল ২০১৫- এ দাঁড়িয়েছে ৬.৩২ শতাংশ। তবে এসময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার জুলাই ২০১৪ মাসে ছিল ৭.৯৪ শতাংশ, যা এপ্রিল ২০১৫ মাসে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৪৮ শতাংশে। অন্যদিকে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার একই সময়ে ৫.৭১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.০৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসের (জুলাই-এপ্রিল, ২০১৫) গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.৪৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যসহ অন্যান্য পণ্য মূল্য হ্রাস পাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক হওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত অস্থিরতা স্বাভাবিক হওয়া এবং সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে আগামি মাসসমূহে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। ফলে চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার (৬.৫ শতাংশ) মধ্যে থাকবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৬৩,৩৭১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১০.৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ১,৩৫,০২৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৯ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৫,৬৪৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২২,৬৯৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৫ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের Integrated Budgeting and Accounting System *(iBAS)* ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত আহরিত মোট রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ৯০,৩৯১ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৪৬ শতাংশ বেশি। এসময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,৮১৮ কোটি টাকা, যা

গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯.৩৩ শতাংশ কম। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস পাওয়ায় কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৫) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,০৩,২০৯ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার ৬৩.১৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ের তুলনায় ৪.৭৭ শতাংশ বেশি।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে এনবিআর উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৮৭,০২০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৬৫ শতাংশ বেশি। এসময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ১০.০৫ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১২.২৩ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: ১১.৪৮ শতাংশ, আবগারী শুল্ক: ১৭.৭৯ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক: ১৮.০৬ শতাংশ। একই সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ৭.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৩৭১ কোটি টাকায়।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২,৩৯,৬৬৮ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৫.৮ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ১,৬৪,৬৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৯) এবং ৭৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,১৮,৫২৩ কোটি টাকা যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৯১,০৩৪ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৭,৪৮৯ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭৬,২৯৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ২১,৫৮৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৪ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৫৪,৭১৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশ) সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৩১,৭১৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২৩,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত হতে নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও মুদ্রাস্ফীতির চাপকে পরিমিত পর্যায়ে রেখে প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতিতে ঋণ ও অর্থায়ন নীতি কৌশল প্রয়োজনমত ব্যবহার করছে এবং উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতিকে ৬.৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য প্রনীত মুদ্রানীতিতে ব্যাপক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৬.৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বছরশেষে ১৫.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। মুদ্রাযোগানের প্রবৃদ্ধির যে পরিসর মুদ্রানীতিতে ধরা হয়েছে তা কাঙ্খিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রার (Reserve Money) প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money) এবং ব্যাপক মুদ্রার (Broad Money) প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১০.০০ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.১৮ শতাংশ। একই

সময়ে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৮০ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ১৫.২৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১৫.৮৫ শতাংশ ও ১৩.২৯ শতাংশ। জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধির ব্যাপক হ্রাসের ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হ্রাস ঘটেছে। অন্যদিকে, মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির হ্রাসের ফলেও সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কমেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেড়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.৫৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.০২ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১০.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.৭৮ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৬১ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৭৩ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ৪.৫৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১৯.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৬.৪৩ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রায় ৮০.৯৯ শতাংশ।

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদের হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সময় সময় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার জুন ২০১৩ শেষে ১৩.৬৭ শতাংশ ছিল, যা জুন ২০১৪ শেষে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১৩.১০ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ১২.২৩ শতাংশে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার জুন ২০১৩ শেষে ৮.৫৪ শতাংশ ছিল যা, জুন ২০১৪ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭.৭৯ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে আরও হ্রাস পেয়ে ৭.১৯ শতাংশে দাঁড়ায়। জুন ২০১৩ শেষের ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ৫.১৩ শতাংশ থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৩১ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৪ শেষের ৫.৩১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে ৫.০৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

সাম্প্রতিক বছরসমূহে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যায় পূর্বের বছরগুলো হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪৯ টি, যা ২০১৪ সালের জুন মাসে ৫৩৬টি ছিল। ৩০ জুন ২০১৪ এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ২,৯৪,৩২০ কোটি টাকা যা ৭.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালের মার্চ মাসের ট্রেডিং শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,১৭,২২৯ কোটি টাকায়। ডিএসই'র প্রধান মূল্যসূচক জুন, ২০১৪ এর তুলনায় মার্চ, ২০১৫ মাসে ১.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ন্যায় পূর্বের বছরগুলো হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৪ সালের জুন মাসের ২২৭ টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালের মার্চ মাস শেষে দাঁড়ায় ২৭২ টি। ৩০ জুন, ২০১৪ এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের আকার ছিল ২,২৮,৬৬৮ কোটি টাকা যা ১০.৩৪

শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ২০১৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ২,৫২,৩১০ কোটি টাকায়। সিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৩০ জুন, ২০১৪ তারিখে থেকে মার্চ ২০১৫ তারিখে ০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার বিশেষ করে ইউরো অঞ্চল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পুণরুদ্ধারের মন্থর গতি সত্ত্বেও গত ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১১.২২ শতাংশ ও ১১.৬৯ শতাংশ। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ ২০১৫) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২,৯০৪.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৯৮ শতাংশ বেশি। অর্থবছরের শুরুতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হলেও নভেম্বর ২০১৪ মাস থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। এসময়ে প্রধান দু'টি পণ্য তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ৩.৪৭ শতাংশ ও ৩.৬৪ শতাংশ। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্য (২০.১৮ শতাংশ), চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা (১৪.৮১ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (১৭.৫১ শতাংশ) এবং প্রকৌশল পণ্য (৩০.৬৮ শতাংশ) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে হিমায়িত খাদ্য (৬.৭২ শতাংশ) পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৬১.৬০ শতাংশ), চামড়া (২০.২৬ শতাংশ) ও কাঁচা পাট (৯.৫৯ শতাংশ) রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে।

জুলাই-জানুয়ারি ২০১৫ সময়ে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৮.০ শতাংশ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এসময়ে রপ্তানি পণ্যের পরবর্তী গন্তব্যস্থলের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি (১৫.৬ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৯.৭ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.৫ শতাংশ)। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নতির পূর্বাভাস, ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসা এবং তৈরি পোশাক শিল্পের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন ইত্যাদির ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আমদানি

২০১৩-১৪ অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের (সিএন্ডএফ) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০,৬১৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.১৭ শতাংশ বেশি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৫) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩,০৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.২৪ শতাংশ বেশি। পণ্যভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সময়ে মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৯৬ শতাংশ। মূলধনী পণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৪৭ শতাংশ যার মধ্যে ক্যাপিটাল মেশিনারীর আমদানি প্রবৃদ্ধি ৩০.৩৮ শতাংশ। এসময়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানি প্রবৃদ্ধি ৬.১৬ শতাংশ। মূলধন যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি নির্দেশ করে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমান ১৪,২২৮.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৬১ শতাংশ কম। মূলত: মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে শ্রমিকের অভিগমন হ্রাস পাওয়ায় রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৪.৪১,৩০১ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গমন করে, ২০১৩-১৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০৮,৮৭০ জন। ইতোমধ্যে সৌদি আরবে শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) মোট ৩,২৬,২৯৯ জন বাংলাদেশী বৈদেশিক কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে যায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৮৭ শতাংশ বেশি। এসময়ে (জুলাই-মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত) রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,২৫২.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.২১ শতাংশ বেশি। সরকার কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমিক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ যেমনঃ নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা

অব্যাহত রাখা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম আরো জোরদার করা, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত) দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,১৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমান ছিল ৪,৫৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে সেবা ও আয় হিসাবে ঘাটতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,৫৮৬ মিলিয়ন এবং ২,১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাধ্যমিক আয় হিসাবে রেমিট্যান্স খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও চলতি হিসাবে ঘাটতি দাঁড়ায় ১,১৪৯ মিলিয়ন মাকিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১,৬৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ৫.১২ শতাংশ। এছাড়া, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে মূলধন ও আর্থিক খাতে ৪,১৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পাওয়ায় লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ২,৮৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

রপ্তানি আয়ের স্বল্প প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতি হলেও সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১৩ তারিখের ১৫,৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে ২১,৫৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ৬ মে ২০১৫ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ২৪,১৪০.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ৬ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। অধিকন্তু, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার গড় বিনিময় হারের ২.৭৬ শতাংশ উপচিতি ঘটে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জুলাই মাসে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৭৬ টাকা, মার্চ ২০১৫ এ বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৭৭.৬৩ টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ২০১৫) সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারে ০.১৫ শতাংশ উপচিতি ঘটে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনেতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (Medium Term Budget Framework-MTBF) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework-MBF) প্রস্তুত করেছে, যার মাধ্যমে সরকারের নীতি-কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং রবাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র বজায় থাকে।
- মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework) সংশোধন ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট অনুবিভাগ/শাখা সৃজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে গাইড লাইন জারী করা হয় ও সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের Budget Implementation Plan (BIP) দাখিল করেছে।

- বৃহৎ মন্ত্রণালয়গুলোতে মধ্যমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Medium Term Strategy and Business Plan-MTSBP) প্রণয়ণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের MTSBP চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিদ্যুৎ বিভাগের খসড়া MTSBP প্রণয়ণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সার্বিক কর্মসম্পাদন বিষয়ে ত্রৈমাসিক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন (Quarterly Analytical Report) প্রণয়ন করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যমান পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সংশোধিত পরিপত্র চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, On line এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Digital ECNEC প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- এডিপিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সর্বনিম্ন ব্যয় করেছে এমন ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অগ্রগতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- আইএমইডির অধীনে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২ (পিপিআরপি-২) এর আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

রাজস্ব আহরণ

- আয়কর আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ অনুমোদিত হয়েছে। এ আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নতুন কাস্টম আইন ২০১৪ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়াটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলছে।
- রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে কর-বহির্ভূত রাজস্বের হারসমূহের যৌক্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে এবং কর প্রদানকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে e-payment কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে।
- Risk-based Revenue Audit Manual প্রণয়নাধীন রয়েছে যা কর প্রশাসনের নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে অবদান রাখবে।
- ট্যাক্স কোডের আধুনিকায়ন ও প্রত্যক্ষ ট্যাক্স কোড প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- শুল্ক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান শুল্ক স্টেশন United Nations Conference in Trade and Development (UNCTAD) উদ্ভাবিত Automated System for Customs Data (ASYCUDA) Word বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় স্টেকহোল্ডারকে ইতোমধ্যেই এ ব্যবস্থায় শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনলাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যবস্থাটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘোষণা দাখিল হতে শুরু করে শুল্ক কর পরিশোধ পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে অন-লাইনে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার, আন্তর্জাতিকমানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- সিস্টেমিক ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক বিবরণী নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা এবং স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিতকরণ ও আগাম সতর্কতা সংকেত প্রদান।
- আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিত/অনুধাবন করার নিমিত্তে বিশ্বমানের উন্নত ঝুঁকি নিরূপণ ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল কাস্টমাইজেশনস্ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে দেশীয় আর্থিক কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিত্যনতুন macro-prudential supervision কৌশল যেমন সমন্বিত সুপারভিশন, Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি প্রণয়ন ও এ সকল ব্যাংক তদারকির জন্য বিশেষ কৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ব্যাংকিং খাতের তারল্য ঘাটতির কারণে সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধ অথবা তা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অথবা আর্থিক সংকটকালীন সময়ে সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দেখা দিলে কিংবা নিয়মিত মূলধনের উৎস নিঃশেষিত হয়ে গেলে উক্ত ব্যাংক কিভাবে বিকল্প উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করবে সে বিষয়ে রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য কন্টিনজেন্সি ফান্ডিং প্ল্যান/ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূলধন বাজার ও বীমা খাতের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এবং পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণ এবং সামগ্রিক ঋণ প্রবৃদ্ধির গতিধারা ও প্রাইভেট সেক্টর ঋণের উপর পাবলিক সেক্টর ঋণ প্রবাহের প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তিকে অধিকতর ঝুঁকি সহনশীল ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স 'Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III) জারি করেছে। ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে উক্ত গাইডলাইন্স এর নীতিমালাসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি হতে বাসেল-৩ নীতিমালা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
- বাসেল-৩ বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনার জন্য Quantitative Impact Study (QIS) পরিচালনা করা হয় এবং প্রস্তুতি হিসেবে ২০১৪ সালের জুলাই এ একটি রোডম্যাপ ইস্যু করা হয়। এছাড়া ন্যূনতম মূলধন এর পাশাপাশি আপৎকালীন মূলধন (Capital Buffer) সংরক্ষণের নীতিমালা চালু করা হয়েছে যা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাংকসমূহের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উক্ত গাইডলাইন্স এর নির্দেশনার আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ ঝুঁকি (Credit Risk), বাজার ঝুঁকি (Market Risk) ও পরিচালন ঝুঁকির (Operational Risk) বিপরীতে ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন সংরক্ষণ রীতি অনুসৃত হচ্ছে।
- বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলসহ অন্যান্য রিকারেন্ট পেমেন্ট অনলাইনে করা যাচ্ছে। বর্তমানে এতে ৩৮টি ব্যাংক যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

- আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো সুসংহত করা এবং দেশের মুদ্রাপাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন এবং নগদ লেনদেন প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে একটি তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো সুসংহত এবং এর সম্ভাব্য উৎস সনাক্তকরণ সহজতর হয়েছে।
- সরকারি পরিশোধ কার্যক্রম Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ অর্থাৎ ট্রেজারী বিল/বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ এর ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ট্রেজারী বিল/বন্ড বিক্রয়, পুন:ক্রয়, সেকেন্ডারী মার্কেটে ক্রয় বিক্রয় বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখাসহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়ন/সংশোধন কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহে Special Audit এর নীতিমালা সংযোজন করে Securities and Exchange Rules, 1987 সংশোধন করা হয়েছে।
- আইপিও-তে আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 2CC এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিশন আইপিও, রাইট ইস্যু ও ইস্যু অব ক্যাপিটাল বিষয়ে কন্ডিশন যুক্ত করে নোটিফিকেশন জারি করেছে।
- Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 20(A) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্টক- ব্রোকার/স্টক-ডিলার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার সমূহের অনাদায়কৃত ক্ষতির বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশন সংরক্ষণ বিষয়ে কমিশন নির্দেশনা জারি করেছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

পরিবর্তিত বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৬-২০১৮ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2016-2018) প্রণীত হয়েছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ ৭.৪ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপির ২৯.০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপির ৩০.১ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.০ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.৮ শতাংশ-এ উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমটিএমএফ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, রেমিট্যান্স এর প্রবাহ আশানুরূপ রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপকতা ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। অধিকন্তু, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সন্তোষজনক বাস্তবায়ন, অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ নিরূৎসাহিত করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ এসময়ে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক রাজস্ব নীতির প্রভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ

ত্বরান্বিত করা এবং রাজস্ব খাত এবং আর্থিক ও মুদ্রা খাতের নানামুখী সংস্কার ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা ফিরিয়ে আনা মধ্যমেয়াদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ এবং পরবর্তী দুই অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ যথাক্রমে জিডিপি'র ১২.৭ শতাংশ এবং ১৩.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতে বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন, সকল কাস্টমস হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, প্রবর্তিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৭.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৭.৬ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ থাকবে এবং পরবর্তী দুই বছরে ৪.৭ শতাংশ ও ৪.৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ বর্তমানের সংশোধিত বাজেট হতে ভবিষ্যতের জন্য যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ সহজীকরণ, বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে অধিক গুরত্বারোপ করা এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রচেষ্টা জোরদার করা হচ্ছে যা ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর চাপ হ্রাস করবে।

কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল্যস্ফীতি সর্বদাই অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূল্যস্ফীতির হার ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৭.৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬.২ শতাংশ এবং পরবর্তী দুই অর্থবছরে ৬.০ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা এবং মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় রেখে এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৬.২-১৬.৭ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৫.৫ শতাংশ এবং পরবর্তী অর্থবছরসমূহে তা ধারাবাহিকভাবে ১৬.০ শতাংশের মধ্যে রেখে এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ১৭.৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬.৩ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের এরূপ গতিধারা বিরাজমান রেখে মধ্যমেয়াদের জন্য নির্ধারিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রত্যাশা করা যায়।

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি খাতের আরো দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে গণ্য করা হয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা আগামী অর্থবছরে ১০ শতাংশ ও পরবর্তী বছরে ১১ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের

ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হবে ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ তা জিডিপির ১.১ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে যা মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমসহ নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলা সম্ভব যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। সারণি ১.৩ -এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হল।

সারণি ১.৩ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
	প্রকৃত				বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত									
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৫	৬.৫	৬.০	৬.১	৭.৩	৬.৫	৭.০	৭.২	৭.৪
মূল্যস্ফীতি (%)	১০.৯	৮.৭	৬.৮	৭.৪	৬.৫	৬.৫	৬.২	৬.০	৬.০
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৭.৪	২৮.৩	২৮.৪	২৮.৬	২৯.৭	২৯.০	৩০.১	৩১.০	৩১.৮
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)									
মোট রাজস্ব আয়	১০.২	১০.৮	১০.৭	১০.৪	১২.০	১০.৮	১২.১	১২.৭	১৩.১
কর রাজস্ব	৮.৭	৯.০	৯.০	৮.৬	১০.২	৯.৩	১০.৬	১১.১	১১.৪
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১.৫	১.৮	১.৭	১.৮	১.৮	১.৫	১.৫	১.৭	১.৭
মোট ব্যয়	১৪.০	১৪.২	১৪.৭	১৪.০	১৬.৪	১৫.৮	১৭.২	১৭.৪	১৭.৬
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৯	-৩.৪	-৪.০	-৩.৬	-৪.৪	-৫.০	-৫.০	-৪.৭	-৪.৬
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৩	২.৯	২.৯	২.৮	২.৮	৩.৬	৩.৩	২.৮	২.৭
বৈদিশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৬	০.৬	১.১	০.৭	১.৬	১.৪	১.৮	১.৮	১.৮
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)									
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩০.৮	১৮.৮	১১.০	১১.৬	১৭.৩	১৭.৩	১৭.৯	১৭.১	১৬.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	২৫.৮	১৯.৭	১০.৮	১২.৩	১৫.৫	১৫.৫	১৬.০	১৬.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	২১.৪	১৭.৪	১৬.৭	১৬.০	১৬.৫	১৬.২	১৬.৫	১৬.৬	১৬.৭
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	৩৯.২	৬.২	১০.৭	১২.০	১০.০	৫.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	৫২.১	২.৪	০.৮	৮.৯	১০.০	১২.০	১১.৫	১১.৫	১১.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	৪.৮	১১.৬	১১.৬	-১.৬	১০.০	৭.০	১০.০	১১.০	১১.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-১.৩	-০.৩	১.৫	০.৯	০.৫	-১.০	-১.২	-১.২	-১.১
মেমোরেন্ডাম আইটেম									
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	৯১৫৮	১০৫৫২	১১৯৮৯	১৩৪৩৭	১৫২৯৯	১৫১৩৬	১৭১৬৭	১৯৪৬৩	২২০৮৫

উৎস: অর্থ বিভাগ।